সম্প্রসারণ বার্তা

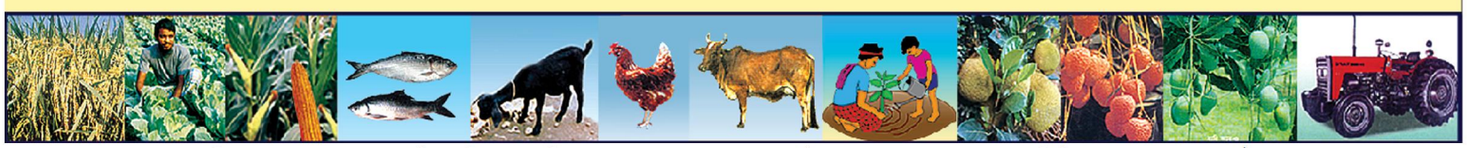

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ৭ম সংখ্যা ■ কার্তিক-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৪

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উদযাপন

-মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও'র উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো **বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫**। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি। এ দিবস উপলক্ষে ঢাকা ছাড়াও দেশের জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। জাতীয় কার্যক্রমের আওতায় ঢাকায় সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ফার্মটেস্থ বিএআরসি চত্বরে ১৬-১৮ অক্টোবর তিনদিনব্যাপী খাদ্যমেলা এবং সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে বিএআরসি অডিটরিয়ামে 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি' বিষয়ক প্রতিপাদ্যের ওপর (৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

কৃষকদের জন্য প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ
তথ্য অফিসার (পিপি), কৃতসা, ঢাকা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পুনর্বাসন ও প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করবে কৃষি মন্ত্রণালয়। পুনর্বাসন সহায়তার আওতায় (৩য় পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

বাংলাদেশে Seaweed উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, এফবিও, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে ০৭ অক্টোবর ২০১৫ বাংলাদেশে Seaweed উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন, প্রস্তুতকরণ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, এফবিও, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প ২য় পর্যায়ের আয়োজনে 'দেশীয় উপযোগী কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন, প্রস্তুতকরণ ও স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে করণীয় শীষক' দিনব্যাপী 'কর্মশালা' ১১ অক্টোবর (৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, এফবিও, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেছেন, সরকারের রূপকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে এদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। এরই অংশ হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৫ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, এফবিও, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ০৭ অক্টোবর ফার্মগেটস্থ আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৫ এর উদ্বোধন ও ২০১৪ এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ।

প্রধান অতিথি বলেন, ইঁদুর যে শুধু ফসলের ক্ষতি করে তাই নয়, এরা আসবাবপত্র, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক প্রভৃতির ক্ষতি করে। (৩য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় ইদুর নিধন অভিযান উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব মো. আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি

প্রযুক্তির বদৌলতে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

করেন। তিনি আইসিটি সামগ্রীগুলো উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করেন এবং পরে চাষিদের মধ্যে বিভিন্ন উন্নত জাতের আম, পেয়ারা, মালটা, লিচুর চারা বিতরণ করেন।

পাবনাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতিভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আইসিটি সামগ্রী বিতরণ ও ফল চাষিদের প্রশিক্ষণের এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাঙ্গুড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামসুল আলম, ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মুজাহিদ স্বপন প্রমুখ। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৮,৪১০টি বিভিন্ন ফলের চারা/ কলম এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শুরুতে ৮,৪১০ টি আমের উন্নত জাতের চারা/ কলম, পেয়ারা, লিচু ও মাল্টার উন্নত জাতের চারা/ কলম বিনামূল্যে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কৃষি সচিবের খুলনা ও বাগেরহাটের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

- এম এম আব্দুর রাজ্জাক, আরএফবিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেছেন, গবেষণার মাধ্যমে যেসব ফসল লবণসহিষ্ণু সেগুলো মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে বিস্তার করতে হবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের স্বার্থে। কৃষি সচিব গত ৯ ও ১০ অক্টোবর খুলনা ও বাগেরহাটের মাঠ পরিদর্শন, কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় ও কৃষক সমাবেশে এসব কথা বলেন। খুলনায় এসসিডিপি প্রকল্পের মেট্রো, দৌলতপুর ও ডুমুরিয়া উপজেলার কৃষি পণ্য ও বিপণন কেন্দ্রে আগত কৃষক ও কৃষানীদের উদ্দেশে কৃষি সচিব আরও বলেন, সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঠিকমতো পাচ্ছে এবং কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তিনি বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের অর্গানিক বেতাগা পরিদর্শন করেন ।

আইলা,সিডর ও মহাসেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ খুলনা ও বাগেরহাটের কৃষি অন্যান্য এলাকার মতো নয়। এখানকার জমির ধরন ও শস্য বিন্যাসে পরিবর্তন হওয়ায় ফসলের উৎপাদনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এ জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ও সময়োপযোগী লবণসহিষ্ণু জাত এবং ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে উৎপাদন বাড়াতে হবে । তিনি কৃষিতে বাজার ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের ভালো অর্জনগুলো ধরে রেখে তা সম্প্রসারণ করার কথা বলেন এবং নবীন কর্মকর্তাদের আরও উদ্যোগী হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

জমিজমা সংক্রান্ত মামলা এবং পরামর্শ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মুখ্য সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার উপসচিব জনাব মো.হানিফ উদ্দিন

ব্রিতে স্বল্পচাষে ধান উৎপাদন প্রযুক্তিবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, ঢাকা

Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)-এর অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিমিট, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, Murdoch University, Australia-এর আয়োজনে ব্রি অডিটরিয়ামে স্বল্পচাষে ধান উৎপাদন প্রযুক্তিবিষয়ক কর্মশালা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। ড. মো. শাহজাহান কবির, পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল এবং Dr. Paul Fox, IRRI Representative for Bangladesh. সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার Mr. Greg Wilcock.

প্রধান অতিথি বলেন, নতুন প্রযুক্তি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তবে কম খরচে কৃষক যেন অধিক উৎপাদন করে লাভবান হয়, সে ধরনের প্রযুক্তি মাঠে বাস্তবায়নের আগে কৃষকের মাঠে পরীক্ষানিরীক্ষা করে উপযোগিতা যাচাই করতে বিজ্ঞানী পরামর্শ দেন।

কর্মশালার মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Mr. Dr. Richard W. Bell, Professor, School of Veterinary and Life Sciences, Murdoch University, Australia. কর্মশালায় ডিএই, ব্রি বারি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, কৃষকসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালকের পাবনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন

-কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, আরএফবিও কৃতসা, রাজশাহী

গত ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান কৃষি তথ্য সার্ভিসের পাবনা ও রাজশাহীর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (আইন অধিশাখা) জনাব মো. হানিফ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

১৬ সেপ্টেম্বর পাবনা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মিডিয়ার সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে কৃষি ও কৃষকের টেকসই উন্নয়নে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার জন্য পরিচালক মহোদয় নির্দেশনা দেন। পরে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ঈশ্বরদীর চাষি শাহজাহান আলী বাদশার 'মা-মনি কৃষি খামার' পরিদর্শন করেন।

পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের আয়োজনে এনসিডিপি হলরুমে জমিজমা সংক্রান্ত মামলা এবং পরামর্শবিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিএই'র রাজশাহী অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় মুখ্য সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার উপসচিব জনাব মো. হানিফ উদ্দিন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্য সঞ্চালক বলেন, প্রতিটি দপ্তরে একজন আইন কর্মকর্তা থাকা প্রয়োজন যাতে বিভাগীয় মামলাসূমহের দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। এছাড়াও সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আরও কৌশলী হতে তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। তিনি জমিজমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষি কলসেন্টার, মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি, চলমান কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমে ই-কৃষির লাগসই ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি নিজ দপ্তরের জমি জমা সংরক্ষণেও সবাইকে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা দেন। জমিজমার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কক্সবাজারে ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৫ উদ্বোধন

–লিয়াজোঁ অফিসার, কৃতসা, কক্সবাজার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজারের উদ্যোগে গত ১৩ অক্টোবর কক্সবাজার জেলায় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৫ উদ্বোধন করা হয়। ইঁদুর নিধন অভিযান উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয়ে শেষ হয়। অত্র কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে ইঁদুর নিধন অভিযান উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আলী হোসেন, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এবং এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আ ক ম শাহরীয়ার, উপপরিচালক, ডিএই, কক্সবাজার।

প্রধান অতিথি কৃষক এবং কৃষির বিদ্যমান নানা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রধান করে বলেন, ৭১ সালে সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার স্থলে বর্তমানে ১৬ কোটি কিন্তু জমি না বেড়ে অনেক কমে গেছে তারপরও ১৬ কোটি মানুষ খাওয়ার পরও খাদ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে এটি কৃষির ও কৃষকের বিরাট সাফল্য। এ সাফল্যকে ধরে রাখতে হলে ইঁদুর দমন খুবই জরুরি, কারণ প্রতি বছর ইঁদুর প্রায় ১ লক্ষ টন খাদ্য নষ্ট করে। তিনি বলেন, খাদ্য চেইন ঠিক রেখে আমাদের ইঁদুর দমন করতে হবে। তিনি কৃষকের যে কোনো সমস্যা উপসহকারী কৃষি অফিসারের মাধ্যম হয়ে উপপরিচালকের মাধ্যমে তাঁকে জানানোর জন্য বলেন এবং ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৫ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষক প্রতিনিধি শামসুল হক চৌধুরী, উপসহকারী অফিসার জনাব লোকমান হাকিম, জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব এনায়েত ই রাব্বি, উপজেলা কৃষি অফিসার সদর, বাবু খোকন চন্দ্র ঘোষ, অতিরিক্ত উপপরিচালক, জনাব শহিদুল ইসলাম খাঁন জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, জনাব আবদুল জলিল মণ্ডল, উপপরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কক্সবাজার প্রমুখ ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি, ক্ষতির বিভিন্ন দিক এবং দমনের সহজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশ্ব খাদ্য দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার, মাসিক কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র, পোস্টার প্রকাশনা ও বিতরণ, মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি এবং এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মাইক রবসন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে কৃষক তার সামাজিক ও পরিবেশের বাধাগুলো আরো দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পারবে, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা, কৃষিতে কর্মসংস্থান, কৃষির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখবে। কেননা কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়নের একমাত্র শক্তি এবং দারিদ্র্য চক্র ভাঙার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কৃষিমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে স্বল্প সুদে এবং সহজে কৃষি ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি ভর্তুকি প্রদান, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষকের মাঝে বিস্তার, কৃষিতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, খামার যান্ত্রিকীকরণ, সঠিক সময়ে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, সচেতনতা বৃদ্ধি করা উল্লেখযোগ্য। সরকারের দক্ষ পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আরও বলেন, দানাদার খাদ্যশস্যের পাশাপাশি মাছ, ডিম, মাংস উৎপাদনে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে এবং দেশে বন্যা, খরা এসব প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বর্তমান সরকার খাদ্য উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে সিংহভাগ সাফল্য এসেছে এ দেশের কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মানসম্মত জীবন যাপনের জন্য পরিকল্পিতভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে সমাজের উন্নয়ন সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষি সচিব বলেন, গ্রামীণ দরিদ্রতা দূর করে মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। গ্রামের মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথা সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষিকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করার বিকল্প নেই। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি, কলাকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ সহজতর হবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. শামসুদ্দীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

০৮ অক্টোবর ২০১৫ বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সঙ্গে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম সম্পাদনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, দায়বদ্ধতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে গণমুখী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে উঠবে। এর ফলে সরকারের নতুন চ্যালেঞ্জ তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় যোগ্য অংশীদারিত্বের প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৫

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতিও ইঁদুরের হাত থেকে রেহাই পায় না। এ বছর ইঁদুর দ্বারা প্রায় ৭২৪ কোটি টাকার ধান, চাল ও গম ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ইঁদুর মানুষের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় সমস্যা। ইঁদুর ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং ক্ষতিকর জীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে। ফসলসহ মূল্যবান সম্পদ রক্ষার্থে ইঁদুর নিধন কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাধাদানকারী ইঁদুররূপী শত্রুদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করা এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি এবং কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে প্রধান অতিথি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের মূল বিষয় উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. মঞ্জুরুল হান্নান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কৃষক-কৃষাণী এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকদের জন্য প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১২টি জেলার দুই লাখ ১২ হাজার ৬৭৯ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক চাষিকেরবি/২০১৫-১৬ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা ও আলু আবাদের জন্য বীজ, সার বিনামূল্যে দেয়া হবে। এজন্য সরকারের ২০ কোটি ৫৯ লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০ টাকা ব্যয় হবে। এছাড়াও রবি ও খরিপ-১/২০১৫-১৬ মৌসুমে গম, ভুট্টা, খেসারি, ফেলন ও গ্রীষ্মকালীন মুগ চাষাবাদে উৎসাহিত করার জন্য আরো ১২টি জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রণোদনা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ১১ কোটি ৮৯ লাখ ৭৭ হাজার ৬০ টাকার বীজ, সার বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

গত ১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এসব তথ্য জানান। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, পাবনা, নওগাঁ, নাটোর, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য গম, ভুট্টা, সরিষা ও আলু আবাদে উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়া যশোর, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও গোপালগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গম, ভুট্টা, খেসারী, ফেলন ও গ্রীষ্মকালীন মুগ চাষাবাদে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি আরো জানান, গম, ভুট্টা ও সরিষা চাষাবাদে পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ এক বিঘা ও আলু চাষাবাদের জন্য পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০ শতক জমির জন্য বিনামূল্যে বীজ এবং ডিএপি ও এমওপি সার প্রদান করা হবে। এ দুই কর্মসূচিতে সরকারের ৩২ কোটি ৪৯ লাখ ৩১ হাজার ৮৯০ টাকা খরচ হবে বলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান। পুরো অর্থের জোগান মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকেই করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে রুটিন দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ও বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মো. মোশারফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ড. আবুল কালাম আযাদ, কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রধান অতিথি বলেন, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে একইভাবে গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে বেকার শিক্ষিত যুবক শ্রমসাধ্য কৃষি কাজ ছেড়ে পরিবহন, শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য পেশায় স্থানান্তর হওয়ায় কৃষি শ্রমিকের সংকট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। সার্বিক এ প্রেক্ষাপটে কৃষির উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে কৃষিকে যান্ত্রিক কৃষিতে রূপান্তরের কোন বিকল্প নেই। কৃষকের উপযোগী করে এবং কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য তিনি উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি কর্মশালায় উপস্থিত সব ক্যাটাগরির কৃষি যন্ত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আরও অধিক মনোযোগী হয়ে মাঠ চাহিদার নিরিখে কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন, আমদানিকৃত যন্ত্র দেশীয় উপযোগীকরণ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য করার পরামর্শ প্রদান করেন।

দেশের খণ্ড খণ্ড জমি উপযোগী কৃষি যন্ত্র ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ হ্রাস করে কৃষিকে আধুনিক যান্ত্রিক কৃষিতে রূপান্তরের উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজিত এ কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শেখ মো. নাজিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএই। কর্মশালায় কৃষি ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিভাগের প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবিত দেশীয় যন্ত্রপাতির কাজ ও উপযোগিতা উপস্থাপন করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সরকারের নীতিনির্ধারণী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, গবেষক, প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতামত, স্থানীয় উদ্যোক্তা ও কৃষক এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রযুক্তির বদৌলতে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

-মো. মকবুল হোসেন, এমপি

-এ টি এম ফজলুল করিম, এআইও, কৃতসা, পাবনা

কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকেরা খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে এ দেশের কৃষককে আরও প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এম.পি গত ২২ সেপ্টেম্বর পাবনা জেলার ভাংগুড়া উপজেলার উপজেলা প্রশিক্ষণ হলরুমে জেলার চাটমোহর, ভাংগুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি এর আওতায় ৩টি উপজেলায় কৃষকের মধ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাল্টিমিডিয়া, স্ক্যানার, স্ক্রিন ও মডেমসহ আধুনিক আইসিটি সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং দুইদিনব্যাপী ফলচাষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন। তিনি প্রযুক্তি দিয়ে টেকসই কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলায় সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

চাষিদের মাঝে ফলের চারা বিতরণ করেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি

বাংলাদেশে Seaweed উৎপাদনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাহের। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. কবির ইকরামুল হক, সদস্য-পরিচালক (মৎস্য), বিএআরসি। কর্মশালায় বঙ্গোপসাগরে Seaweed চাষ ও চাষযোগ্য প্রজাতি, গবেষণা, খাদ্যমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, বেসরকারি উদ্যোক্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণসহ ৮০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে সী- উইড উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

নকলায় আমন ধানের শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত

-কাজী গোলাম মাহবুব, এআইও (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

গত ৬ অক্টোবর ২০১৫ শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় স্থাপন কৃত আমন মৌসুমের ধানের বিভিন্ন জাতের প্রদর্শনী প্লটের শস্য কর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক স্থাপনকৃত এবং উপজেলা কৃষি অফিস, নকলা, শেরপুর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত এ প্রদর্শনী প্লটের শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. শাহজাহান কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি, গাজীপুর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আ. ছালাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শেরপুর; মো. আশরাফ উদ্দিন, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), শেরপুর; মো. আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নকলা প্রমুখ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাতগুলো সম্পর্কে কৃষকদের মাঝে পরিচিত করা এবং সম্প্রসারণ করা ছিল এই প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের উদ্দেশ্য। স্থাপনকৃত প্রদর্শনী প্লটে রোপণকৃত ধানের নতুন জাতগুলোর মধ্যে ছিল ব্রিধান৪৯, ব্রিধান৫২, ব্রিধান৫৬, ব্রিধান৬২, ব্রিধান৬৬, হাইব্রিড ধান ৪ এবং নেরিকা মিউটেন। শস্য কর্তন কার্যক্রম শেষে এর হেক্টরপ্রতি ফলন নির্ধারণের পর এর ফলাফলের ওপর পর্যালোচনায় ব্রিধান৬৬ এবং নেরিকা মিউটেনের ফলন সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ দুইজাতের ফলন মাত্রা এবং উৎপাদনকাল দেখে স্থানীয় কৃষকগণ খুবই সন্তুষ্ট হন। জাত দুটোতে হেক্টরপ্রতি ফলন যথাক্রমে ৫.৫০ টন এবং ৫.২৫ টন পাওয়া যায়। উপজেলার টালকী ব্লকের সালুয়া গ্রামে স্থাপিত উক্ত প্রদর্শনী প্লটটি উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব হুমায়ুন কবীরের নির্দেশনায় এবং উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. আতিকুর রহমানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

বড়াদমে আউশ ধানের নমুনা শস্য কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান, আরএআইও কৃতসা, রাঙ্গামাটি

গত ৫ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বড়াদম ব্লকের দেপ্পো ছড়ি গ্রামের কৃষক অমরচান চাকমার জমিতে আবাদকৃত স্থানীয় উন্নত কবরক জাতের আউশ ধানের (জুম) নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত হয়। নমুনা শস্য কর্তনের সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটির উপপরিচালক কৃষিবিদ রমনীকান্তি চাকমা, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আগ্রুমার্মা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটির আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসানসহ স্থানীয় কৃষক-কৃষাণী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নমুনা শস্য কর্তনের ফলাফলে কবরক জাতের আউশ ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন ২.৯৬ টন (ধান) পাওয়া যায়। পরে নমুনা শস্য কর্তন উপলক্ষে এক মাঠ দিবস কৃষক অমর চান চাকমার জমির নিকটবর্তী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আগ্রুমার্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপপরিচালক কৃষিবিদ রমনীকান্তি চাকমা। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বোরো ও আমন ধানের পাশাপাশি আউশ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে যেসব জাতে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়ে থাকে, খরাসহিষ্ণু এবং হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বেশি সেসব জাতের চাষ বাড়ানোর জন্য তিনি উপস্থিত কৃষাণ-কৃষাণীদের পরামর্শ প্রদান করেন।

বিএআরসিতে সিসা-বাংলাদেশ প্রকল্পের ফলাফল ও অর্জন শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, এফবিও, কৃতসা, ঢাকা

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি), সিমিট ও ওয়ার্ল্ড ফিশের অর্থায়নে The Cereal Systems Initiatives for South Asia in Bangladesh (CSISA-BD) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটরিয়ামে সিসা-বাংলাদেশ প্রকল্পের ফলাফল ও অর্জন শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আনিসুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান এবং ইকোনমিক গ্রোথ অফিস, ইউএসএইড, ঢাকা এর পরিচালক ড. ফরহাদ গাউসী।

কর্মশালার প্রধান অতিথি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের দানাজাতীয় শস্য ধান, ভুট্টা, গম এবং তেল ফসলের মানসম্মত বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেন এবং একুয়াকালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করে স্বনির্ভর দেশ গড়া এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালার মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মি. টিমথি রাসেল, চিফ অব পার্টি, সিসা-বিডি।

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত